R.N NO. 2532/57. Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাবোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
৪৯ শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৯শে বৈশাখ ১৪২২
১৩ই মে ২০১৫
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

পুরভোটে নেতাদের আত্মম্ভরিতা টি.এম.সিকে পথে বসালো

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুরভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবির পেছনে কাজ করেছে--এলোমেলো ভোট প্রচার, রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা। যাদের হাতে পরিচালনার দায়িত্ব ছিল, নেতা হতে গেলে যে সব যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন, তা তাদের মধ্যে নেই বললেই চলে। এছাড়া এরা প্রায় প্রত্যেকেই বিতর্কিত। ভোট প্রচারের নামে ঘুরে বেড়িয়ে , মানুষের মনের মধ্যে না প্রবেশ করে নিজেরাই নিজেদের ক্ষমতার দম্ভে গর্বিত হয়েছেন। তাই ভোট প্রচারের বক্তৃতায় প্রকাশ পেয়েছে থানায় তাদের বিপুল ক্ষমতার গল্প। কোন নেতা আবার প্রতিশ্রুতিও দেন--৪/৫টি ওয়ার্ড দখল হোক, বোর্ড করতে বাকী যে কটা প্রয়োজন তিনি ব্যবস্থা করবেন ইত্যাদি। কিন্তু রাধাও নাচেনি, তেলও পোড়েনি। একটা ওয়ার্ডও তৃণমূলের কপালে জোটেনি। আরও খবর, ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবে বিড়ি কোম্পানীগুলোর কাছ থেকে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা নাকি সংগ্রহ হয়। প্রতি ওয়ার্ডে প্রার্থীদের ১ লক্ষ টাকা করে দেবার কথা শোনা গেলেও ১৫ থেকে ৩০ হাজারের বেশী কোন প্রার্থী পাননি বলে অভিযোগ। এছাড়া বাদ যাওয়া নেতারা দলের বিপক্ষে প্রচার চালিয়েছেন। তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের মহকুমা সভাপতি সামসের সেখ ১০ নম্বর ওয়ার্ডে নিজের ভাইকে প্রার্থী করতে না পেরে দলের প্রার্থীর বিরোধীতা করেছেন প্রকাশ্যে। ১ থেকে ৪ নম্বর ওয়ার্ডে মঞ্জুর আলি, ইলু চৌধুরী, ওয়াখিল আহমেদ ও তার দাদা রুহুল প্রধান ভূমিকায় থেকে পুর নাগরিকদের মনে আস্থা না জুগিয়ে, তাদের খুশি না করে নিজেদের দোর্দণ্ড প্রতাপের কথা বার বার প্রকাশ করেন, (শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুরে চেয়ারম্যান নিয়ে জল্পনা চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : পুর ভোটের ফল প্রকাশের আগে চেয়ারম্যান প্রোজেক্টে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী সুবীর রায়ের নামটা প্রচারে চলে আসে। এই নিয়ে সংখ্যালঘুদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে। 'মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য যদি দীর্ঘ বছর ধরে চেয়ারম্যান থাকতে পারেন, তাহলে মেজাহারুল কেন বাদ পড়বেন' ? ফলাফল প্রকাশে সিপিএম নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছে। বর্তমানে কে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পাবেন তাই নিয়ে সিপিএম মহলে জল্পনা চলছে। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের রবিউল হোসেন মণ্ডলও একজন দাবীদার। পেশায় শিক্ষক। এই প্রসঙ্গে মোজাহারুল ইসলামের কথা--'কয়েকদিন আগে নোটিফিকেশন হয়েছে। এখন বোর্ড গঠনের পালা। পার্টির জেলা নেতারা যেটা সিদ্ধান্ত নেবেন সেটাই আমার কাছে চূড়ান্ত।' সুবীর রায়ের কথা--'আমি চেয়ারম্যানের পদ নিয়ে আগ্রহী নই। গুরু দায়িত্ব। এতে আমার প্রাকটিসে ক্ষতি হবে। সিপিএমের জেলা সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য জানান--'এখনও এ ব্যাপারে বসিনি। তবে ২০ মের মধ্যে চূড়ান্ত করে ফেলব বলে আশা করছি।' এটাও শোনা যাচ্ছে--কোন কারণে মোজাহারুলের চেয়ারম্যানশীপ হাত ছাড়া হলে তিনি তাঁর কয়েকজন অনুগতকে নিয়ে অন্যদের সঙ্গে হাত মেলালে অবাক হবার কিছু নেই।

ভোটে জিতে বদলায় পানীয় জলে হাত

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুরে ভোটের ফলাফলে ১১ নম্বর ওয়ার্ডে সিপিএম জয়ী হয়। ট্যাপের জল নিতে এসে তৃণমূলের সমর্থকরা বাধা পান মহম্মদপুরের মাল্লাপাড়ায়। এই নিয়ে উত্তেজনা পুলিশ পর্যন্ত গড়ায়। শান্তি বজায় রাখতে র‍্যাফ মোতায়েন করা হয় সেখানে। গণ্ডগোলের আশঙ্কায় আজও সেখানে পুলিশ। ৬ নম্বর ওয়ার্ডে বিজয় মিছিল (শেষ পাতায়)

ফলাফল প্রকাশের আগেই জয়ের উল্লাস

নিজস্ব সংবাদদাতা : সিপিএম কমরেডরা ভোট গ্রহণের পর থেকেই কোন্ বুথে তারা কতগুলো ভোট পাবে তার বিস্তারিত এলাকায় প্রচার করে দেয়। হারজিত নিয়ে বাজি ধরাধরিও হয়। বিজয় মিছিলের জন্য তাসা পার্টিও বুক হয়ে যায় আগের দিন।

আইনজীবীর জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর বারের প্রতিষ্ঠিত আইনজীবী মৃণালকান্তি ব্যানার্জী (৬৬) গত সপ্তাহে কোলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন থেকে তার শরীর ভালো যাচ্ছিল না।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোনঃ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে বৈশাখ, বুধবার, ১৪২১

ভোট রাজনীতি

সাধারণ মানুষ এখন যাহা বোঝে তাহা হইল--আখের গুছাইবার নীতি হইতেছে রাজনীতি। এই নীতি-পদ্ধতি বড় জনমোহিনী। ইহাতে আছে বাক্যের, আশ্বাসের চমৎকারিত্ব। প্রমথ চৌধুরীর একটি কথা মনে পড়িয়া গেল--রাজনীতি হইল রাঙা বা রঙিন লাঠি। তাহার রূপের ও রঙের বৈচিত্র্য আছে, চক্‌মকির চমৎকারিত্ব আছে। ইহার মধ্যে আছে চমক, গিমিকের গমক, আশা-আশ্বাসের স্তোক বাক্য। ক্ষমতারূঢ় হইবার, ক্ষমতাসীন থাকিবার নীতি কৌশল হইতেছে রাজনীতি। নীতি বালাইহীনতা সাম্প্রতিক কালের রাজনীতির চরিত্র বৈশিষ্ট্য।

গণতন্ত্রের ক্ষমতা দখলের ব্যবস্থা হইল নির্বাচন। সাধারণ মানুষ ভোট বলিলে ভাল বোঝে। ভোট এখন বহুশ্রুত, বহুবিদিত। ভোট এই সময়ের জপমালা, ইষ্ট মন্ত্র। ভোট কুড়াইবার, দলের আপন আপন বাক্সে গচ্ছিত করিবার নীতি-কলা-কৌশল হইল রাজনীতি। ভোটের স্বার্থে সমে-অসমে, শত্রু-মিত্রে কোন ভেদ নাই, বরং তাহারা তখন ভাই-ভাই। মাঝে মাঝে ব্যাঘ্রে--বৃষভে একই ঘাটে আপন আপন স্বার্থে জল পান করিয়া থাকে। সাম্প্রতিককালের নীতির বিন্দাস হইতেছে একই ঘাট হইতে জলপান করিয়া পারস্পরিক স্বার্থগত মেল বন্ধন। রাজনীতিকদের জোট বন্ধন কিংবা গাঁট বন্ধন অথবা মোর্চা কিংবা ফ্রন্ট। ভারতের রাজনীতিতে বেশ কিছু কাল হইতে চলিতেছে জোট বন্ধনের নীতি। কোন্ দল কোন্ দলের সঙ্গে গাঁট বন্ধন করিয়া ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতার অলিন্দে আসিবে তাহা লইয়া পারস্পরিক কথা চালাচালি, কূট কাচালি, ইস্যুভিত্তিক সমঝোতা বানাইয়া প্রচারের ঢাকে কাঠি দিবার পরিকল্পনা শুরু হইয়া গিয়াছে।

এখন স্বততই মনে হইতে পারে ভোটের জন্য এই নীতি কি প্রকার নীতি--জোট নীতি না ভোট নীতি। ভারতের রাজনীতিতে এখন কোন একক দলের ক্ষমতাসীন হওয়া বা ক্ষমতা দখল করার মত সুযোগ সুবিধা বোধ হয় আর নাই। একক দলের অনুকূলে মতদান আজ প্রায় অচল। কি পুরসভা, কি বিধানসভা, কি লোকসভার নির্বাচনে চল্ হইয়া গিয়াছে জোটের নীতি, সাম্প্রতিককালের রাজনীতির ভাষায় গাঁটবন্ধন। ভারী মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়--রাজ্যের যে সব দলের মধ্যে পারস্পরিক বৈরিতা, মতান্তর, মনান্তর আবার সেই সব দল কেন্দ্রে নির্বাচনে গাঁটবন্ধনে দ্বিধা করে না। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বাক্য বন্ধে বলা যাইতে পারে--ধর্মেও আছি জিরাফেও আছি। প্রশ্ন তুলিতেই পারে--তবে ভোট বড় না জোট বড় ? রাজনীতিতে কিছুই অসম্ভব নয়। তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল--তাহা লইয়া গোল বাধিয়া যায়। অস্যার্থ হইল--ঝোপ দেখিয়ে কোপ মারিতে হইবে। যেখানে যেমন সুযোগ তাহার সদব্যবহার করিতে হইবে। কেননা রাজনীতিতে শেষ বলিয়া কোন কথা নাই। নাই বৈরিতা--নাই মিত্রতা। স্বার্থই স্বার্থরক্ষার নিয়ামক। মতদাতারা তো একরকম গণেশ। তাহাদের যাহা বোঝান যাইবে তাহাই বুঝিবে। একটা লাগসই সেন্টিমেন্ট তৈরী করিয়া ছাড়িয়া দিলেই হইল। ভারতের স্বাধীনতার ৬৮ বৎসর প্রায় অতিক্রান্ত। সব রাজ্যে শিক্ষার হার, সচেতনতার হার তেমন সমান নয়। মতাদাতাদের অজ্ঞতা অজ্ঞানতা ইহার বড় সুযোগ। ইহা ছাড়া ভোট সংগ্রহ করিবার নাকি খুড়োর কল আছে যাহার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট বাক্স বন্দি করা সম্ভব বলিয়া কেহ কেহ মত পোষণ করেন বলিয়া শোনা যায়। এখন 'কলিশন' নয় 'কোয়ালিশন'। ইহাই রাজনীতির ক্যারিসমা। একটি বড় কাগজ ইহাকে বলিয়াছে 'সম্ভাব্যতার শিল্প'।

রবীন্দ্র চর্চার খোলা হাওয়া

সাধন দাস

মনে করা যাক, 'রবীন্দ্রনাথ' নামে কোনো কবি কোনোদিন জন্মান নি। ওদিকে মেঘনাথ বধ আর এদিকে বনলতা সেন। মাঝখানটুকু একেবারে ফাঁকা। বড় গাছটা না থাকায় উনিশ শতকের গীতিকবির দল মাচার উপর পুঁইশাকের মতো লকলকিয়ে উঠত। আমরা পেছন ফিরে দেখতাম--ঈশ্বরগুপ্তের পৌষপার্বন, পাঁঠা, আনারস থেকে আজ অব্দি বাংলা সাহিত্যের বাগানে শুধুই ঝোপঝাড়, কাঁটালতা আর মাথার উপর ধু ধু করা রুক্ষ রোদ্দুর। তাহলে কোথায় দাঁড়াতাম আমরা ? রৌদ্রদগ্ধ, যন্ত্রণাজর্জর এই জীবনের মাথার উপর স্নিগ্ধ ছায়া ছড়িয়ে আমাদের প্রলম্বিত পথ চলার ক্লান্তি দূর করতো কে ? দেবেন্দ্রনাথের চতুর্দশ সন্তানটির জন্মই যদি না হত, তাহলে আমাদের জীবনবোধের ক্ষুদ্র পরিসরটুকুকে আদিগন্ত ব্যাপ্ত করে দিত কে ?

যদি বলি, ডাকঘর, রক্তকরবী নামে কোনও নাটক লেখাই হয়নি কোনোদিন, তবে আমাদের রুগ্ন অমল কার প্রত্যাশায় জানালার পাশটিতে বসে থাকত ? কোন্ সুধা তাকে রোজ রোজ ফুল জুগিয়ে যেত ? নন্দিনীরা কোন রিক্ত মাঠে পৌষের গান গাইতে গাইতে নিরুদ্দেশ হয়ে যেত, খুঁজেই পেতাম না কোনদিন।। রবীন্দ্রনাথ না থাকলে মিনির সঙ্গে রহমতের যে কোনোদিন দেখাই হত না, পোষ্টমাস্টারের প্রতি নিষ্ফল অভিমানে বালিকা রতনও কেঁদে কেঁদে বেড়াত না। গিরিবালা, চন্দরা, রাইচরণ, চারুলতারা চিরকাল ঘুমিয়ে থাকত অলিখিত কোনো অন্ধকারে। তাতে কী এমন ক্ষতিবৃদ্ধি হতো আরামপ্রিয় ভেতো বাঙালির ? মেট্রোরেল, গড়ের মাঠ, ভিক্টোরিয়া, বইমেলা নিয়ে মহানগরীর চেকনাই কিছু কমত কি ? না, কিন্তু একথাই নিশ্চিত যে বাঙালির মন ও মনন অন্ততঃ দুশো বছর পিছিয়ে থাকত। কেননা আমাদের হৃদয়ের অসংখ্য নিরুদ্ধ ভাব গুমরে গুমরে উঠত মনের ভেতরেই, বাণীরূপ পেত না কোনো দিন!! তিনি না থাকলে এই জড়যন্ত্রণা থেকে কোনোকালেই মুক্তি পেতাম না আমরা এক উন্মুক্ত মহাকালিক চেতনায়। ডাল-ভাত-শুক্তো-চচ্চড়ি আর দশটা পাঁচটা বাঁধা রুটিন ছাড়াও যে আরেকটা অন্তহীন

(শেষ পাতায়)

কবি ও ভালোবাসার পাঠশালা

দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

একজন তাঁর ওড়ার আকাশ
আর একজন তাঁর বিশ্রামের নীড়
এই দুটি নারীকে নিয়েই
কবির জীবন।

কবি কখনো আকাশে ওড়েন
কখনো তিনি গোপনে ; একান্তে ; তাঁর বিশ্রামের নীড়ে-
এই দুই নারীর সান্নিধ্যই কবির প্রয়োজন
এদের একজনকে বেছে নেওয়া
কবির পক্ষে কি সম্ভব ?

নারীর প্রেম-অপ্রেম
নিবিড় হয়ে কাছে আসা
আবার কাছে এসেও না-আসা
কখনো তার ফিরে যাওয়া
ফিরে যেতে যেতেও ফিরে ফিরে চাওয়া
বর্ষার পরিপূর্ণ নদীর মতো
তার উত্তাল বক্ষের ঘ্রাণ ; ঘন চুলের ঢেউ
গভীর বিস্ময় নিয়ে তার চেয়ে দেখা
তবু কেন সে ভাবে ; সে একা ?

যে পেয়েছে কবির ভালোবাসা
সে কি কখনো একা হতে পারে ?
প্রকৃতির সমস্ত নির্জনতায় কবি খুঁজে পান নিজেকে
পৃথিবীর কোলাহলেও কি কবি নেই ?

কোলাহল আছে বলেই এবং তা বারণ হ'লে
তবেই তো কানে কানে কথা !

যে নারী কবিকে জীবন দিয়ে ভালোবাসেন
তার ইহজীবনের চাওয়া কি পর জনমের পাওয়া হবে ?

চাওয়া কি কিছুই নয় ?
ভালোবাসায় চাওয়া কি 'উত্তর না পাওয়া চিঠি'
একমাত্র পাওয়াতেই কি ভালোবাসার পূর্ণতা ?
ভাবতে ভারি অবাক লাগে
ভালোবাসার এতই শক্তি
যে তা পরজনমেও টেনে নিয়ে যায় ?
যে নক্ষত্রের আলো
এখনো পৃথিবীর মুখ দেখেনি
ভালোবাসা কি তাকেও ছুঁয়ে দিতে পারে ?
কবি ; তুমিই প্রকৃত শিক্ষক
তুমি পাঠদান করো
তোমার ভালোবাসার পাঠশালায়
আমরা নতুন করে ভর্ত্তি হবো।
আমাদের এত দিনের যা-কিছু পাঠ
তা তো সব ফাঁকির আঁকিবুকি
তুমি তাকে পূর্ণতা দাও
তাকে পূর্ণ করো।

আহা ;
যে নারী রবীন্দ্রনাথের কাছে
ভালোবাসার পাঠ নিয়েছেন
তারা কতই না ভাগ্যবান !
হে নারী ;
ধন্য তোমার জীবন
জীবনে আর চাওয়ার কিছু নেই
আর পাওয়ারও কিছু নেই
তুমি যে কবির পাঠশালায় পড়েছো
তাই তো জেনেছো
ভালোবাসা কারে কয় !

চলতে-ফিরতে

আশিস্ রায়

বিকলাঙ্গ মানুষটা হাঁটছে। চলার সময় ওর বাঁ-পা পড়ছে ডানদিকে -- ডান পাটা বাঁয়ে। দুজন মানুষ গায়ে গা লাগিয়ে হাঁটার সময় যতটা জায়গা নিয়ে রাস্তায় হাঁটে ততটা জায়গা নিয়ে ও একা-ই

(শেষ পাতায়)

২০১৫-জঙ্গীপুর পৌর নির্বাচন ও এর গতিপ্রকৃতি

-দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

(গত সংখ্যার পর) এবারে ঔ ওয়ার্ডে সিপিএম-এর রঙ্গনা সাহা বিজেপি-র মহুয়া দাসকে ২৮৬ ভোটে পরাজিত করেন। এবার ঐ ওয়ার্ডে ৪৩০ টি ভোট পেয়ে টি.এম.সি-র মনীষা রুদ্র তৃতীয় স্থান দখল করেন। কংগ্রেসের পূর্ণিম মিশ্র মাত্র ১২৫টি ভোট পেয়েছেন। ২০১০-এর নির্বাচনে বামেরা পেয়েছিলেন ১৩টি ওয়ার্ড। তার মধ্যে সিপিএম ১১টি। আর.এস.পি ১টি ও সিপিআই ১টি। মোট ১৩টি। এবারের নির্বাচনে ২১নং ওয়ার্ডটি নতুন হয়েছে। এবারের নির্বাচনে সিপিএম ২০১০ এর তুলনায় আরো ২টি সিট বেশি পেলো। গতবারের সিপিআই-এর দখলে থাকা ১৬নং ওয়ার্ড ও এবারের নির্বাচনে নতুন ওয়ার্ড ২১নং এই দুটিই সিপিএম গতবারের তুলনায় বেশি পেলো। এবারের নির্বাচনে কংগ্রেস ৫টি আসনে জয়ী হলো। জঙ্গীপুর পারে ২টি ওয়ার্ড ৫ ও ৯ এবং রঘুনাথগঞ্জ পারে তিনটি ১৩, ১৮ ও ২০ নং ওয়ার্ড কংগ্রেসের দখলে। কংগ্রেস এবারে গতবারের তুলনায় একটি আসন কম পেলো। এবারের ভোটে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা কংগ্রেসের ইন্দ্রপতন ঘটলো। জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা বিকাশ নন্দ ১৫নং ওয়ার্ডে সিপিএমের সুবীর রায়ের নিকট ১৮১ ভোটে পরাজিত হলেন। সুবীর সিপিএম-এর কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও ভোটের আসরে এই প্রথম এবং প্রথম আবির্ভাবেই বাজিমাত। খবরে প্রকাশ শুধুমাত্র অর্থের জোরেই তিনি ওয়ার্ডটি দখল করে নিলেন। এর সত্য-মিথ্যা ঐ ওয়ার্ডের ভোটাররাই বলতে পারবেন। সুবীর ঐ ওয়ার্ডে ভোট পেলেন ১১৫৯টি। ঐ ওয়ার্ডের খবরাখবর রাখেন এমন ব্যক্তিদের অনুমান ১৫নং ওয়ার্ডে বামপন্থীদের ছশো মত রিজার্ভ ভোট আছে। এই হিসাবের অনুমান যদি ঠিক হয় তাহলে কমবেশি ৫৫৯টি ভোট সুবীরকে যে কোনো উপায়েই হোক ম্যানেজ করতে হয়েছে। আবার সব বামপন্থী ভোটারই যে পৌর ভোটে সব সময় বামপন্থী প্রার্থীকে ভোট দেয় তাও নয়। পৌর ভোটে মতাদর্শের চাইতে ব্যক্তির প্রভাব অনেক ক্ষেত্রেই ভোটে প্রভাব ফেলে। ১৯ নং ওয়ার্ডের কতিপয় ছেলে এক ভোট প্রার্থীর কাছ থেকে মন্দিরের সংস্কারের জন্য প্রায় আশি হাজার টাকা নেয়। এটা বন্ধ হওয়া দরকার।

জঙ্গীপুর সংবাদ প্রকাশিত পুরভোটের ফলাফল অনুযায়ী এবারে পুরভোটে ২১টি ওয়ার্ডে মোট ভোট পড়েছে ৪৮,৮৯৩টি। এর মধ্যে বামপ্রার্থীরাই সব চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে। ওদের প্রাপ্ত ভোট ১৯,১৫৬টি। পোল হওয়া ভোটের শতকরা হিসাবে ৩৯.১৭%। দ্বিতীয় স্থানে আছে টি.এম.সি। ওদের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা ১১,৫১৬টি। শতকরা হিসাবে ২৩.৫৫%। তৃতীয় স্থানে কংগ্রেস। ওদের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা-১১,৩৩৯টি। শতকরা হিসাবে ২৩.১৯%। চতুর্থ স্থানে বিজেপি-৪৯৫৬টি ভোট। শতকরা হিসাবে ১০.১৩ আর নির্দলেরা পেয়েছে ১৯২৬টি ভোট। এর মধ্যে এস.ইউ.সি'র ৬০৫টি ভোট ধরে। শতকরা হিসাবে ৩.৯৩%। এখানে উল্লেখ করার মত একটা ব্যাপার টি.এম.সি ২৩.৫৫% ভোট পেয়ে জঙ্গীপুর পৌরসভার একটি আসনও দখল করতে পারেনি। অথচ ওদের থেকে কম ভোট ২৩.১৭% পেয়ে কংগ্রেস পাঁচ-পাঁচটি আসন দখল করে নিয়েছে। আর একটি উল্লেখ করার মত ব্যাপার হল বামপন্থীদের জয়ের কাণ্ডারী মৃগাঙ্কবাবু যিনি কিনা জেলা সম্পাদক তার নিজের ওয়ার্ডেই পিছিয়ে পড়েছেন। তার ১২নং ওয়ার্ডে সি.পি.এম এর প্রণব সরকার পেয়েছেন ১০৩১টি ভোট। একদা মৃগাঙ্কবাবুর হাতে তৈরী কমরেড মোহন মাহাতো এবারে মৃগাঙ্কবাবুর ওয়ার্ডে তারই বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয়ে কংগ্রেসের হাত চিহ্ন নিয়ে ভোটে দাঁড়িয়ে খুব সুবিধা করতে না পারলেও ৫৪১টি ভোট পেয়েছেন। তৃতীয় স্থানে বি.জে.পি'র রুদ্রশংকর দাস খুব ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আসরে নামলেও মাত্র ৩৫৫টি ভোট পেয়েছেন। চতুর্থ স্থানে টি.এম.সি'র সুকান্ত চৌধুরী পেয়েছেন ২৩০টি ভোট। কিন্তু যেটা লক্ষ্য করার বিষয় তা হল সি.পি.এম-এর ভোটের সংখ্যা ১০৩১ আর বিরোধীদের ভোট যোগ করলে ফল দাঁড়চ্ছে (৫৪১+৩৫৫+২৩০=১১২৬) অর্থাৎ মৃগাঙ্কর ওয়ের্ডেই ওর বিরুদ্ধ ভোটের সংখ্যাই বেশি। এটা কিন্তু চিন্তা করার মত ব্যাপার। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে মৃগাঙ্কবাবু তার নিজের ওয়ার্ডেই ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন। (চলবে)

দিদির রাজ্যে দিদিমারাও বিপন্ন

কৃশানু ভট্টাচার্য্য

চারিদিকে 'সাজানো' ঘটনার বিস্তর ভিড়। তারই মাঝখানে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গদেশের রণে ভঙ্গ না দেওয়া রঙ্গময়ী নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিচলিত। কারণ এই 'সাজানো নয়' ঘটনায় তিনি আক্রান্ত, তিনি পেশাগতভাবে কোনো অন্ধকার জগতের সঙ্গে যুক্ত নন, মধ্যরাতে কোনো পানশালা থেকেও তিনি বেরোন নি। তাই মন্ত্রী, শান্ত্রী, সাংসদরা আর যাই হোক না কেন সাম্প্রতিক রাণাঘাট কাণ্ডে ধর্ষণের স্বপক্ষে কোনো সওয়াল করতে পারছেন না। আপাততঃ তাই তাদের মুখে অপ্রাসঙ্গিক 'ঘর ওয়াপসি'র মত অবান্তর প্রলাপ ছাড়া আর কিছুই বেরোচ্ছে না। তবে গত চার বছরের শাসনে শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ষণ, শ্লীলতাহানিকে পাড়ার ছিঁচকে চুরির মত সাধারণ ঘটনায় পরিণত করেছেন। রাজ্যে এমন একটি মহকুমা মিলতে না যেখানে গত চার বছরে এক বা একাধিক ধর্ষণ হয়নি। তাই আপাততঃ যাবতীয় চেনা অজুহাত দেওয়া বন্ধ করে তিনি ধর্ষণ মামলায় স্বেচ্ছায় সি.বি.আইকে তলব করেছেন। এর কারণ দুটো --এক - এক্ষেত্রে আক্রান্ত একজন খ্রীস্টান ধর্মযাজিকা, যার প্রভাব দেশের বাইরে পড়ছে--বোধ হয় ঘাসফুলের একান্ত নিজস্ব আবিস্কার 'বিশ্ববাংলা' ভাবমূর্তিকেও তা একটু কালিমা লিপ্ত করছে। আর দুই--দুষ্কৃতিদের পালিয়ে যাবার যথেষ্ট সুযোগ করে দেবার পর দুস্কৃতি ধরতে সি.বি.আইকে ডেকে এনে গোটা ঘটনা থেকে নিজেদের দায়দায়িত্বপ্রত্যাহার করা।

শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলায় বর্ত্তমানে ৩ বছর থেকে ৭৭ বছর কোনো বয়সের, কোনো ধর্মের নারীরাই নিরাপদ নয়। দেশী, বিদেশী, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, গ্রাম নিবাসী, শহর নিবাসী, মহানগর নিবাসী, আধুনিকা কিংবা আটপৌর কেউ বাদ যাচ্ছেন না। গত চারবছরে রাজ্যে যত ধর্ষণ হয়েছে সম্ভবতঃ তা বিশ্ব রেকর্ড। এটা ঠিক যে মমতাদেবীর নির্বাচনী ইস্তাহারে এনিয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি ছিল না কিংবা তিনি বা তার দলের কেউ প্রকাশ্যে ধর্ষণ করার বিষয়ে উৎসাহসূচক কোনো বাণী প্রদান করেননি--ঐ কৃষ্ণনগরের রোজভ্যালীর টাকা তছরূপ করা সাংসদ ছাড়া। তবে এটিও সত্য যে ধর্ষকদের ধরা এবং শাস্তি প্রদানে এ রাজ্য সারা দেশে পিছিয়ে। ২০১৩ সালে কামদুনিতে গিয়ে মমতা দেবী বলে এসেছিলেন তিন মাসের মধ্যে শাস্তি হবে। মমতা দেবীর হিসাবে এখনও তিন মাস বোধ হয় হয়নি। তিনি প্রতিবাদীদের মুখ বন্ধ করতে চাকরির ক্ষতিপূরণ দিয়ে সে ঘটনা ভুলিয়ে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু রাজ্যের নানা প্রান্তের ধর্ষিতারা প্রকৃত বিচারের দাবীতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। প্রায় সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে রাজ্যের পুলিশ দুস্কৃতিদের শাস্তি দিতে নয়, তাদের আড়াল করতে ব্যস্ত। এ নিয়েও রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী নির্বিকার। আসলে প্রশাসন দায়িত্ব নিয়েই এই বার্তা দিচ্ছে যে ধর্ষকরা। ধর্ষণ করলেও পুলিশ তাদের ধরবে না বরং ধর্ষিতার চরিত্র নিয়ে সরকারী দলের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়করা খেউরে মেতে উঠবেন। তাদের এই প্ররোচনাতেই রাজ্যে ধর্ষণের এতো বাড়বাড়ন্ত।

এ রাজ্যে শাসকদলের সবাই 'গুরুত্বহীন'। আসল একজন--তিনি মমতা দেবী, মমতা দেবীই পঞ্চায়েতের সদস্য, পৌরপ্রতিনিধি, প্রধান, পৌরপ্রধান, বিধায়ক মন্ত্রী, সাংসদ--একা সব পদেই তিনি--এমনটাই প্রলাপ শোনা যায় তার দলের সমস্ত বৈঠকে-নির্বাচনে। ভালো কাজের দায়িত্বও তার, খারাপেরও। তাই রাজ্যে ৭৭ বছর বয়সী নারীও যখন আক্রান্ত হয় তার দায়ও ব্যক্তিগতভাবে তারই হওয়া উচিত। আর একজন নারী হিসাবে অন্য নারীদের মান সম্মান যখন ভুলুণ্ঠিত হয় তখন প্রশাসনিক পদে বসে থাকা আর ঔদ্ধত্য বাক্যবাণ প্রয়োগ করে যাওয়া কি সত্যিই তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে ? এ প্রশ্ন আপামর রাজ্যবাসীর।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রবাদপ্রতিম শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ ধন্য সংস্থা

রবি-মঞ্চ

তার চলার পথের ২৫ বছর পূর্ণ করল

২৫শে বৈশাখ ১৯৯০-২৫শে বৈশাখ ২০১৫

রবি-মঞ্চের চলার পথে যারা সাথি হয়েছেন তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা - দেবাশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়, (রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষক, রবিমঞ্চ)

ইন্দিরাপল্লী * রঘুনাথগঞ্জ * মুর্শিদাবাদ * দুরভাষ : ৯৪৩৪৫৩১৮১৮

পুর ভোট নেতাদের .....(১ পাতার পর)

গুলি চালিয়ে এলাকায় সন্ত্রাস আনেন। ১,২,৩,৪ তৃণমূলের দখলে চলে যাবে এই রকম একটা প্রচার ভোটের দু'দিন আগে পর্যন্ত এলাকার মানুষকে ভাবায়। ব্যাপক তৎপরতায় প্রশাসন ঐ সব উপদ্রুত এলাকায় আধা সামরিক বাহিনী নামায়। মানুষ ভয়ভীতি উপেক্ষা করে স্বাচ্ছন্দ্যে ভোট দেয়। জঙ্গিপুর পারের তৃণমূলীদের অভিযোগ--ইলু চৌধুরী, মঞ্জুর আলি, ওয়াখিলদের নিয়ে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে বেড়ানো বা মোটর সাইকেল র‍্যালির নামে উৎশৃঙ্খলতা অনেক ভোটার পছন্দ করেননি। মুখে এর কোন প্রতিবাদ না করে ব্যক্তি স্বাধীনতায় এর জবাব দেন। অভিযোগ--জেলা সভাপতি মান্নান হোসেন ভোটের আগে জঙ্গিপুরে একটা কর্মীসভা করেন এই পর্যন্ত। কোন পথসভা বা প্রকাশ্য সভায় তাঁকে এখানে দেখা যায়নি। উল্লেখ, গত নির্বাচনে টি.এম.সির ভাঙা বাজারে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডটি দখল করেন গৌতম রুদ্রের স্ত্রী মনীষা। এবার গৌতম ১৬, ১৭, ও ১৯ ওয়ার্ড নিজের দখলে রাখেন। কিন্তু সব ওয়ার্ডেই ব্যর্থ হন। প্রচারে ব্যক্তিগত কুৎসা, মিথ্যাচার, দাদাগিরি মানুষ বরদাস্ত করেননি। এমনকি ১৯ নম্বরে গৌতমের জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।

ভোটে জিতে পানীয় জল .....(১ পাতার পর)

থেকে কংগ্রেস সমর্থক পল্টু সেখের বাড়ীর ছাদে বোমা পড়ে। এর প্রতিবাদ করলে পল্টুর ছেলেকে সিপিএম সমর্থকরা মারধোর করে। খবর পেয়ে কংগ্রেসীরা পাল্টা আক্রমণ করলে সিপিএম সমর্থকদের কয়েকজন বরজের মসজিদে আত্মগোপন করে। ওখান থেকে ওদের ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশকে দেয়া হয় বলে খবর।

রবীন্দ্রচর্চার খোলা হাওয়া.....(২ পাতার পর)

অধরা জগৎ আমদের গায়ের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে, আমাদের অকারণে উন্মনা উদাসীন করে আর মাঝে মাঝে কেমন অকারণ কান্না পায়--সেই কান্নার স্বরূপকে কেমন করে শনাক্ত করতাম আমরা, যদি 'গীতবিতান' নামে কোনও গানের বই-ই কোনোদিন না লেখা হত ? বৃষ্টিস্নাত বিষন্ন বিকেলের যে এক নিজস্ব ভাষা থাকে, শ্রাবণ নির্ঝরিত সঘন গহন রাত্রির যে এক অলক্ষ্য মর্মবেদনা থাকে, তাকে কে উদ্ধার করত, যদি তিনি তাঁর নির্জন তানপুরায় সেই সুর সেধে না রাখতেন !!! প্রবন্ধ, উপন্যাস, স্মৃতিকথা না হয় না-ই রইল, আমরা কোনো মূল্যেই হারাতে চাইব না তাঁর 'গানের ভুবনখানি'। তিনিই তো আমাদের দিয়েছেন এত বড়ো ছড়ানো আকাশ আর এক অনন্ত জীবনের স্বাদ। মাথার উপর থেকে যদি রবীন্দ্রনাথ সরে

চলতে ফিরতে .....(২ পাতার পর)

চলছে। উদ্দালক মুনির নাতি অষ্টাবক্র ঋষি পুরাণের রাস্তায় যখন হাঁটতেন তখন অদম-বালিকারা তাঁকে দেখে হাসাহাসি করত কিনা কে জানে। তবে এখানকার মহারাজা রোড থেকে কোর্টের মোড় হয়ে যে রাস্তাটা পূবমুখে চলে গেছে সেই রাস্তাতেই প্রতিবন্ধী লোকটাকে দেখে--তার চলার ধরন দেখে একটা বছর সাত-আটের ছেলে মানুষটাকে ভেঙিয়ে ওর পিছন পিছন চলেছে। পথচলতি কেউ কেউ সেটা উপভোগ করছে। রাস্তার ধারের একটা বাড়ির সিঁড়িতে বসে-থাকা একপাল মেয়ে-বৌ ছেলেটার ভাবভঙ্গি দেখে খুব হাসছে --- হাসতে হাসতে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। আমি হাসছিও না-কাঁদছিও না। শুধু বছর আষ্টেকের ঐ ছেলে আর সিঁড়িতে বসে থাকা ওর মা-জ্যেঠি-পিসিদের কথাই ভাবছি।

ঈশ্বরচন্দ্রের বর্ণপরিচয়ের গৌপাল রাখালদের কথা ভুলিনি। বিদ্যাসাগর মশায়ের উপদেশগুলোর দু'একটা এখনো মনে আছে। উনি কত উপদেশ-ই না দিয়েছিলেন। কিন্তু একবার-ও কেন বলেননি--কাহাকেও ভেঙাইও না ? কেন বলেননি--কানা খোঁড়া বিকলাঙ্গদের দেখিয়া কদাপি হাসিবে না ?

ছোটবেলায় মা আমাদের কত ভুল শুধরে দিতেন। বলতেন --রবারকে 'রবাট' বলিস কেন ? কেন ? 'ববার' বলতে হয়। মায়ের কাছ থেকে কত কি শিখেছি--কত সব ভালো ভালো কথা। 'ইসকুল' থেকে অনেক খারাপ-খারাপ কথা শিখে বাড়ি ফিরতাম। ঐ সব কথার মানেও বুঝতাম না তখন। একদিন দুপুরবেলায় আমার পিঠোপিঠি বোনটার সঙ্গে ঝগড়া করার সময় ওর কান ধরে বলেছিলাম--তোর বাপের সাধ্যি আছে আমাকে মারার ? পাশে বসেছিলেন বাবা--ঠাস্ করে একটা চড় মেরেছিলেন আমার গালে। সেই চড়টা-ই আমাকে চিরকালের জন্য "বাপ"-নামটা ভুলিয়ে দিয়েছে।

বিকলাঙ্গ লোকটাকে ভেঙাতে ভেঙাতে ছেলেটা ওর পিছন-পিছন হাঁটছে। মায়া হল ছেলেটাকে দেখে। কত-ই বা বয়স ওর ! বড় জোর আট। এখনো ওকে কেউ শেখায়নি কেন যে প্রতিবন্ধীদের ভেঙাতে হয় না ? ওদের দেখে হাসতে নেই।

যান তাহলে উন্মুক্ত আকাশটা যখন ছোট হতে হতে বুকের উপর চেপে বসবে, তখন বাঁচার বিশল্যকরণী আর কে এনে দেবে আমাদের।

বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত বড়গড়া মৌজায় (জে.এল নং-১০২) কেস নং ৭০/১৯৭৪ জঙ্গীপুর মুনসেফ কোর্ট এবং আপীল কেস নং ১২০/১৯৭৫ জেলা জজ কোর্টের এবং কেস নং ৩৯৪০/১২(এল.আর.টি.টি) আদালতের নির্দেশ অনুসারে আর.এস. খং নং ১৩৩১ ভুক্ত দাগ নং ৪৭৬ এর পরিমাণ ১০৭ শতক ও ঐ খতিয়ান ভুক্ত ৪৭১/৫৭২ দাগের পরিমাণ ১৩৮ শতক সম্পত্তি ভেস্টেড ল্যান্ড হইতেছে। এমতাবস্থায় উপরিউক্ত সম্পত্তি কারো কাছে কেহ ক্রয় করেন তাহা হইলে ক্রেতা নিজ দায়িত্বে করিবেন। আমি কোন ভাবেই দায়ী থাকিব না। ইতি-

দীপ্তি মুখার্জী

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃরঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩ / ২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

আমরা ক্রয়ের উপর ক্রেডিট কার্ড ও ডেবিট কার্ড গ্রহণ করি

গহনা ক্রয়ের উপর ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।